প্রথম আলো

18 JAN 2007

২০ পৃষ্ঠা ৪

মাধ্যমিকের ৪ লাখ ৬৩ হাজার কপি বাংলা বইয়ে একই ভুল

বোর্ড নিরীক্ষা কমিটি গঠন করছে

নূর সিদ্দিকী, সাভার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) অনুমোদিত নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সংকলন (গদ্য) বইয়ে বেশ কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ধরা পড়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রকাশিত চার লাখ ৬৩ হাজার কপি বাংলা বইয়ের সব কটিতেই একই রকম ভুল পাওয়া গেছে। দেশের ১৬টি বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা বইটি ছাপলেও এনসিটিবি থেকে 'পজেটিভ' দেওয়ায় সব বইয়ে একই রকম ভুল ছাপা হয়েছে।

এনসিটিবিতে একজন সম্পাদকের নেতৃত্বে শক্তিশালী সম্পাদনা শাখা থাকলেও প্রায় এক যুগ ধরে এ ধরনের ভুল চলে আসছে।

বিষয়টি সম্পর্কে এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. গাজী মো. আহসানুল কবীর *প্রথম আলোকে* বলেন, যদিও কোনো বই পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত হয় না, তবুও ১০ বছর ধরে একই ভুল কীভাবে রয়েছে তা দেখার বিষয়। তিনি বলেন, গতকাল বুধবার বিষয়টি তাঁর নজরে আসার পর মাধ্যমিকের ৭৩টি বইয়ের প্রতিটি পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার এ কমিটি গঠন হবে বলে তিনি জানান।

কম্পিউটারে পৃষ্ঠাসজ্জা ঠিক করার পর এর অনুকৃতি ফিল্মে মুদ্রিত হয়। এটিই পজেটিভ নামে পরিচিত। এর ভিত্তিতেই পরে প্রেসে ছাপার কাজ চলে। জানা গেছে, এ বছর বাংলা বই ছাপার দায়িত্ব পায় ১৬টি বেসরকারি

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

মাধ্যমিকের ৪ লাখ ৬৩ হাজার কপি

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। নিয়ম অনুযায়ী এনসিটিবি বেসরকারি মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের তিনটি সমিতিকে বইয়ের পজেটিভ দেয়। এরপর তা প্রকাশক বা মুদ্রাকরেরা নিয়ে ছেপে থাকে। এবার পজেটিভে ভুলের পাশাপাশি বিভিন্ন বই বাঁধাইয়েও গরমিল পাওয়া গেছে।

সাভার থেকে কেনা হারুন প্রিন্টার্স পরিবেশিত বইয়ের সূচিপত্রে দেখা যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লাল সালু', মুনীর চৌধুরীর 'মাতৃভাষা', আবু ইসহাকের 'মহাপতঙ্গ', আব্দুল্লাহ আল-মুতীর 'খাদ্য এবং পরিবেশ', অজ্ঞাত লেখকের 'দুজন বীরশ্রেষ্ঠ' এবং হাবির রায়হানের 'সময়ের প্রয়োজনে' রচনা আছে। তবে গোটা বইয়ে কোথাও রচনাগুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবার শওকত ওসমানের গল্প 'দুই মুসাফির' এবং মুহাম্মদ আব্দুল হাইয়ের 'ধ্বনির ব্যবহার' শীর্ষক প্রবন্ধ দুবার ছাপা হয়েছে। সূচিপত্র অনুসারে বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৫ হওয়ার কথা থাকলেও বইয়ের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১৫।

অন্যদিকে এনসিটিবির পজেটিভে ভুল থাকার কারণে সব প্রকাশনা সংস্থার এ বইটিতে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পারী' রচনার বানান ি-কার দিয়ে একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে। একইভাবে 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পটির নাম কোনো কোনো স্থানে 'সময়ের প্রয়োজন' এবং 'দুজন বীরশ্রেষ্ঠ' রচনাটি 'বীরশ্রেষ্ট' (ট দিয়ে) লেখা হয়েছে।

হারুন প্রিন্টার্সের পরিবেশিত বইয়ে ছয়টি গল্প ও প্রবন্ধ আগাগোড়া অনুপস্থিত। আবার একটি গল্প ও একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে দুবার।

ভুলে ভরা এবং বাঁধাইয়ে অসঙ্গতি থাকা অসংখ্য বই এখন সারা দেশে বিক্রি হচ্ছে। মানিকগঞ্জ এস কে সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী নুসরাত জাহান লীনা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বাজার থেকে নতুন বাংলা বই কিনে বাসায় এসে দেখি সূচিপত্রের সঙ্গে কোনো মিল নেই। ছয়টি গল্প ছাড়াই বই ছাপা হওয়ায় নতুন করে বই কিনতে হবে। তা না হলে পড়া থেকে বঞ্চিত হব এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিতে পারব না।'

প্রকাশিত বাংলা সংকলনটির (গদ্য) সম্পাদনা করেছেন ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। সংকলন ও রচনা করেছেন মাহবুবুল আলম, ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী ও শামসুল কবীর।

এদিকে মাধ্যমিকের সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের ১৬ পৃষ্ঠায় 'দুরারোগ্য রোগ' নামের একটি অধ্যায় শুরু হয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ হয়েছে। বাকি অংশটি '১৬ পৃষ্ঠার পরের অংশ' হিসেবে উল্লেখ করে একেবারে শেষদিকে বইয়ের ২৫৭ নম্বর পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্তিতে পড়ছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজের নবম শ্রেণীর শিক্ষক হারুন আর রশীদ ক্ষোভ প্রকাশ করে *প্রথম আলোকে* বলেন, বিজ্ঞান বইয়ে পত্রিকার মতো করে লেখা হয়েছে '১৬ পৃষ্ঠার পরের অংশ'। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'পাঠ্যবইয়ে ভুল থাকলে আমরা কীভাবে শুদ্ধ লেখাপড়া শেখাব।'

সাভারের আজাদ লাইব্রেরির মালিক আবুল কালাম আজাদ বলেন, বই পরীক্ষা করে তো আর বিক্রির জন্য আনা যায় না। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা ভুল বই পড়বে ভেবে কষ্ট হয়। যারা এ জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

মাধ্যমিক স্তরে তৃতীয় কিস্তির বই গতকাল বুধবার বাজারে এসেছে। তবে এর আগে ১০ জানুয়ারি দ্বিতীয় কিস্তিতে আসার কথা থাকলেও নবম শ্রেণীর কম্পিউটার বিজ্ঞান বই এখনো বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।

গতকাল যে ২৩টি বই বাজারে আসার কথা ছিল, সেগুলোও আসেনি। আজ বৃহস্পতিবার নাগাদ এগুলো আসবে বলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড জানিয়েছে।

তবে প্রকাশকদের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বাজারে আসার কথা থাকলেও আগামী সপ্তাহের মধ্যে সব বই বাজারে আসবে।

রাজনৈতিক সংকট কেটে যাওয়ায় দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্লাস শুরু হয়েছে। নতুন ক্লাসে ওঠা ছাত্রছাত্রীরা নতুন বইয়ের জন্য খোঁজাখুঁজি করছে।